blast
ব্লাস্ট
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST)

২০ নভেম্বর, ২০২২

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কাবিননামায় নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ‘কুমারী’ শব্দ বাদ দেয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ মহামান্য হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ

কাবিননামায় ‘কুমারী’ শব্দ থাকা নারীর জন্য অপমানজনক, বৈষম্যমূলক, পক্ষপাতদুষ্ট এবং সংবিধানের নারী পুরুষের সমতার প্রতিশ্রুতির পরিপন্থি, একইসাথে এটি আন্তর্জাতিক নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূরীকরণ সনদেরও পরিপন্থী এবং তা বাতিল ঘোষণা করে পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করেছেন **মহামান্য** হাইকোর্ট। বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ গত ১৭ নভেম্বর ২০২২ এ রায় প্রকাশ করেছেন। রায়ে ছয় মাসের মধ্যে কাবিননামার ফরম থেকে ‘কুমারী’ শব্দ বাদ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন উচ্চ আদালত। পাশাপাশি কাবিননামায় পুরুষের বর্তমান বৈবাহিক অবস্থা উল্লেখ করারও নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

রায়ে বলা হয়েছে, নিকাহনামার ২১ ও ২২ নম্বর দফায় বরের বর্তমানে কোনো বিবাহ বলবৎ আছে কি না, কেবল সে বিষয়ে তথ্য চাওয়া হয়েছে। কিন্তু বর তালাকপ্রাপ্ত বা বিপত্নীক অথবা কুমার কি না, এ বিষয়ে তথ্য চাওয়া হয়নি। অন্যদিকে, বিতর্কিত ৫ নম্বর দফায় কন্যা তালাকপ্রাপ্ত বা বিধবা কি না, এ ধরনের তথ্য চাওয়া হয়েছে যা অপমানজনক, বৈষম্যমূলক, পক্ষপাতদুষ্ট এবং সংবিধান ও সিডও সনদের পরিপন্থি। এ ধরনের তথ্য চাওয়ার বিধান সংবিধানের ২৭, ২৮ ও ৩১ নং অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। অবিবাহিত শব্দের পরিবর্তে কুমারী শব্দের প্রয়োগ নারীর জন্য অমর্যাদাকর ও অপমানজনক যা সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদ এবং সিডও সনদের লঙ্ঘন।

এর আগে ২৫ আগস্ট ২০১৯ ইং তারিখে, মহামান্য হাইকোর্ট কাবিননামায় সুনির্দিষ্ট কিছু সংশোধন এবং সংযোজনের নির্দেশনা দিয়ে রায় প্রদান করেন। রায়ে মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন ১৯৭৪ এর অধীনে কাবিননামার ৫ নং কলাম সংশোধনের এবং ৪ ক নামক একটি নতুন কলাম সংযোজনের নির্দেশ দেন। উক্ত রায়ে মহামান্য আদালত মুসলিম বিবাহের রেজিস্ট্রেশনের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কাবিননামা বা নিকাহনামা (স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম নং-১৬০০ এবং ১৬০১) - এর ৫ নং কলাম হতে কনের বৈবাহিক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য ‘কুমারী’ শব্দটির পরিবর্তে ‘অবিবাহিতা’ শব্দটি সংযোজনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

এ রায়ের প্রেক্ষিতে ব্যারিস্টার সারা হোসেন, সিনিয়র আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও অবৈতনিক নির্বাহী পরিচালক, ব্লাস্ট বলেন, ‘আমরা সংবিধানের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে হাইকোর্টের আরেকটি মাইলফলক রায়ের মাধ্যমে নারী অধিকারের স্বীকৃতি পেয়েছি। আশা করছি, এ রায় আমাদের সমাজ থেকে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক মনোভাব ও আচরণ দূর করতে সহযোগিতা করবে।’

প্রেক্ষাপট:

উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালের আইনের অধীনে বাংলাদেশে মুসলিম বিবাহের রেজিস্ট্রেশনের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কাবিননামা বা নিকাহনামা এর ৫ নং কলামে কনে ‘কুমারী, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা’ কিনা সে বিষয়ক তথ্য প্রদান করতে হয়,যা উক্ত নারীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন করে এবং নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি করে।এ সকল বিষয়ে সংক্ষুব্ধ হয়ে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), নারীপক্ষ এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বিগত ১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ইং তারিখে সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়; সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়; মহা পরিচালক, প্রিন্টিং ও প্রকাশনা অধিদপ্তর এবং উপ-পরিচালক বাংলাদেশ ফর্ম ও প্রকাশনা অফিসকে বিবাদী করে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ‘কাবিননামা সংশোধন’ সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলা (রীট পিটিশন নং - ৭৮৭৮/২০১৪) দায়ের করে। আবেদনকারীর পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন এডভোকেট জেড আই খান পান্না এবং এডভোকেট আইনুননাহার সিদ্দিকা। তাদের সাথে ছিলেন ব্লাস্টের আইন উপদেষ্টা এডভোকেট এস এম রেজাউল করিম এবং এডভোকেট আয়েশা আক্তার।

আরও তথ্যের জন্য:

communication@blast.org.bd